ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কপ ২২ মারাকেশ সম্মেলন পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়ন: চাই উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ, জিসিএফসহ অভিযোজন তহবিলে বাংলাদেশের অভিগম্যতা এবং তা ব্যবহারে অংশীজনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

এম. জাকির হোসেন খান
জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি
২৩ নভেম্বর ২০১৬, ঢাকা

কপ ২২ মারাকেশ সম্মেলনের প্রেক্ষিত

- কপ ২২ সম্মেলনের আগে টিআইবিসহ বৈশ্বিক নাগরিক সমাজ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে উন্নত দেশগুলো কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' সরকারি উৎস হতে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে
- বৈশ্বিকভাবে সর্বাধিক গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণকারী যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০৯ টির অধিক দেশ প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করলেও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জলবায়ু সংশয়বাদী ডোনাল্ড ট্রাম্প এর বিজয়ে এ চুক্তি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী সংশয় দেখা দিয়েছে
- মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিত কপ ২২ সম্মেলনে গৃহীত 'মারাকেশ অ্যাকশন প্রোক্লাইমেশন ফর আওয়ার ক্লাইমেট এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক ঘোষণায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সুনির্দিষ্টভাবে প্যারিস চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে

কপ ২২ মারাকেশ সম্মেলনে অগ্রগতি

প্যারিস চুক্তির ভবিষ্যত রুপরেখা

- মারাকেশ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের একটি রূপরেখা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০১৮ সালের মধ্যে তা চূড়ান্ত রুপ নেবে।

দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অর্থায়ন

- শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ প্রয়োজন এবং অবস্থা বিবেচনায় জলবায়ু প্রকল্প, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং কারিগরি সহায়তায় অর্থের পরিমাণ, বরাদ্দ এবং সংগ্রহ বৃদ্ধির উপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

'স্বচ্ছতা কাঠামো'

- ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন এন্ড সাপোর্ট এর আওতায় পরিবেশগত শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা এবং প্রদত্ত তহবিলের একাধিক গণণা পরিহার নিশ্চিত করতে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যবিধি, কার্যপ্রণালী ও নির্দেশিকা প্রণয়নে সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- ভবিষ্যতে তহবিল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য সময়মতো তহবিল বরাদ্দ ও তার প্রাপ্যতা, উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সাড়া প্রদান, দক্ষতা, কার্যকরতা এবং টেকসই বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

কপ ২২ সম্মেলন পরবর্তী ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

ব্যাপক কার্বন নিঃসরন হ্রাসে শিল্পোন্নত দেশসমূহের পদক্ষেপে ঘাটতি

- যুক্তরাষ্ট্রসহ শিল্পোন্নত জি-২০ ভুক্ত সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরনকারী ছয়টি দেশ কাঙ্খিত হারে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ব্যর্থ, <u>**যদিও**</u> বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া এবং ফিলিপাইনের মতো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ ১০০% পুনঃনবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৫০ সালের মধ্যে জিরো-কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

- ২০২০ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহ বাৎসরিক প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-পঞ্চমাংশ তহবিল প্রদানে সক্ষম হবে
- কপ২২ সম্মেলনে জিসিএফ এ নতুন মাত্র ১৬৫ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে

অভিযোজন তহবিলের অনিশ্চিত ভবিষ্যত

- অভিযোজন তহবিল হিসাবে শুধুমাত্র অনুদান পাওয়ার কথা থাকলেও প্যারিস চুক্তিতে ঋণকেও অর্থায়নের উৎস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এবং ‘অভিযোজন তহবিল’কে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা গ্রহণযোগ্য নয়

কপ ২২ সম্মেলন পরবর্তী ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতি বছর "১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের রূপরেখা"য় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট নয়:

- পরিকল্পিত অর্থায়নে অভিযোজন ও প্রশমন বাবদ ৫০:৫০ ভারসাম্য কিভাবে নিশ্চিত হবে;
- সময়-আবদ্ধ প্রতিশ্রুতির অনুপস্থিতিতে অভিযোজন অর্থায়ন আনুপাতিক হারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কি হবে;
- জলবায়ু অর্থায়ন উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং'নতুন', অনুদান কিংবা ঋণ হবে কিনা;
- ক্ষতিপূরণ বাবদ বিশেষ করে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষের কল্যাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিতে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার এর অতিরিক্ত তহবিল প্রদান করা হবে কিনা।

কপ ২২ সম্মেলন পরবর্তী ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জঃ বাংলাদেশের অভিযোজন তহবিলের ঘাটতি

প্রতি বছর জাতীয় বাজেট থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এ তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমেই কমছে

+

জিসিএফ এর মানদন্ড অতীব কঠোর ও অনেকের মতে অসম্ভব হওয়ায় তা গ্রহণে বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলো সরাসরি অভিগম্যতার পথে সক্ষম হচ্ছেনা

+

এমনকি বাংলাদেশের জন্য প্রকল্প অনুমোদনের ১ বছর পার হলেও জিসিএফ হতে অর্থ ছাড়ে কোন অগ্রগতি হয়নি

+

২০১২ সালের পর শিল্পোন্নত দেশসমূহ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স তহবিল (বিসিসিআরএফ) এ নতুন কোনো অর্থায়ন করেনি

→ বাংলাদেশের অভিযোজন তহবিলের ঘাটতি

↓

অভিযোজন অর্থায়নের জন্য ঋণের ভার বৃদ্ধির ঝুঁকি

কপ ২২ সম্মেলন পরবর্তী ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

➢ **গত ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য গার্ডিয়ান এ প্রকাশিত সংবাদে বিসিসিআরএফ এর জন্য বৃটিশ সরকারের (ডিএফআইডি) প্রদত্ত তহবিল ফিরিয়ে নেয়ার খবরে টিআইবি উদ্বিগ্ন।** উক্ত তহবিল প্রত্যাহার করা হলে প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ঝুঁকি আরো বাড়বে।

অভিযোজন অর্থায়নের জন্য ঋণের ভার বৃদ্ধির ঝুঁকি

- এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক ব্যবসার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে

- সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সুদ ও সর্বোচ্চ রেয়াতি সুবিধার মাধ্যমে এ ধরণের ঋণ প্রদান করা হলেও ঋণ ও সুদ বাবদ অতিরিক্ত বোঝা জলবায়ু অভিঘাতের শিকার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বা যুক্তি কোনটাই নেই

- জিসিএফ এর ন্যায় উৎস থেকে অনুদান প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অভিগম্যতাকে সহজতর করার ক্ষেত্রে এডিবি বা বিশ্ব ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠান তাদের সম্ভাব্য সামর্থ্য এবং দক্ষতার সদ্ব্যবহার করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ

(ক) বৈশ্বিক

১. কপ ২২ মারাকেশ সম্মেলন ঘোষণার আলোকে ২০১৮ সালের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে টিআইবি'র পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (বৈশ্বিক) অংশীজনের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে:

- ➢ শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রস্তাবিত '১০০ বিলিয়ন ডলার রুপরেখা'য় অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যাপ্ত জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিতের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে;
- ➢ 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান' নীতি বিবেচনা করে ঋণ নয়, শুধু সরকারি অনুদান, যা উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিশ্রুতি কে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞায়ন ও তদানুযায়ী বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;
- ➢ শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক গৃহিতব্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিশেষকরে জলবায়ু অর্থায়নে স্বপ্রণোদিত তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ➢ এবং জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে জিসিএফ এবং অভিযোজন তহবিল থেকে বিশেষ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ

(ক) বৈশ্বিক (চলমান---)

২. দারিদ্র্য হ্রাসে উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অব্যাহত রাখা এবং পানি সম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ খাতে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ এর প্রস্তাবিত 'বৈশ্বিক তহবিল' গঠন করতে হবে;

৩. জিসিএফ সচিবালয় হতে বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জলবায়ু অর্থায়নে অভিগম্যতা নিশ্চিতে সক্ষমতা অর্জনে সুস্পষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ

(খ) জাতীয়ঃ

৪. প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজ ও বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৫. বিসিসিটিএফ এ বাৎসরিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে;

৬. বিসিসিআরএফ বন্ধ হবার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের প্রতিশ্রুত তহবিল বরাদ্দ ফিরিয়ে নেয়া থেকে বিরত হয়ে তা সরাসরি বিসিসিটিএফ-এ অব্যাহত রাখতে হবে;

৭. জলবায়ু অর্থায়নে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি সহ আন্তর্জাতিক অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের চাপ বা কৌশল অবজ্ঞা করে বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বাবদ অনুদান সংগ্রহে সরকারকে আরো সক্রিয় হতে হবে;

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ

(খ) জাতীয়ঃ

৮. জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে জিসিএফ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সম্ভাব্য এনআইই এর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনে বিসিসিটিএফ থেকে প্রাপ্ত সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে অর্থ বরাদ্দ সহ কারিগরী সহায়তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

৯. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসীদের ব্যাপক ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১০. জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতে জলবায়ু তহবিল এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে; দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যে বাংলাদেশ জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে সক্ষম।

ধন্যবাদ

কফিন সমাবেশ | Coffin Rally
STOP LOAN
The Earth is not dying, it is being killed. And the killers have name and Addresses.
Cyclone
River Erosion | নদী ভাঙ্গন
Sea Depression | সাগরে নিম্নচাপ
Storm Surge | জলোচ্ছ্বাস
Excessive Salinity | লবনাক্ততা

CLIMATE FUND*
*CONDITIONS APPLY